অরিজিৎ কথঞ্চিৎ

ভবিষ্যদ্বাণীর ভবিষ্যৎ*

শনিবার সকালে হঠাৎ পার্থ'র ফোন।

-আজ বিকেলে বাড়ি আছো?

-আছি। কেন?

-আসবো, বসবো, অনেকক্ষণ আড্ডা মারবো। তৈরী থেকো।

-কী এমন কথা?

-গিয়ে বলবো। বৌদিকেও বলে রেখো, বেশী রাত হলে দু'মুঠো চাল বা খান তিনেক রুটি বাড়তি হবে। আর চা-এর ব্যাপারে আপত্তি চলবে না। আমিই বানিয়ে নেব।

-ঠিক আছে। চলে এসো।

পার্থ সত্যিই হাজির হ'ল সন্ধ্যের মুখে- বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আমাদের দু'জনের সংসারে বিকেলে দার্জিলিং চা-এ সামান্য দুধ যোগ হয়, একটু চিনি-ও বাদ যায় না। সর্বত্র না-দুধ, না-চিনি ওষুধের মত চা খাওয়া মানুষ তাতে অখুশি হয়েছে এমন নজরে আসে নি। পার্থও ব্যতিক্রম নয়।

অসীমার কল্যাণে চা, চিনেবাদাম আর বিস্কুট সামনে আসতেই পার্থর প্রশ্নবাণ।

- আজ থেকে ৫০ বছর পরে ভারতের চেহারা কী রকম দেখতে পাচ্ছ?

-প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না - যা আছে সেটুকুও ধোঁয়া-ধোঁয়া মূল্যহীন কল্পনা-প্রতিমা।

- তোমার নানা ব্যাপারে এত আত্মবিশ্বাস, কিন্তু এ ব্যাপারে নেই কেন?

- আসলে আমি যে দূরের স্থান বা কাল (যেমন, অনেক পরে ভারতের কী হবে)-এর ব্যাপারে নিজের বা পরের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীতে ভরসা রাখি না। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাবারিধি (ডক্টরেট) অব্দি উপাধি দেওয়া জ্যোতিষ বিভাগও এখন চলতে থাকা রাশিয়া-উক্রেন বা ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের কথা বলে উঠতে পারে নি। পারলে ভারত তেল-গ্যাস জমিয়ে একটু নিশ্চিন্তে বসতে পারত। শুধু তাই নয়, হিটলারের গণহত্যার আয়োজন থেকে যে ইহুদিদের উদ্ধার করা হল তারাই যে গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগের মুখে পড়বে সেটাই বা কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা ছিল?

- তোমার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু আছে??

- মাটির নীচে তেল খোঁজা আমার পেশা। সেখানকার অভিজ্ঞতা আর পন্ডিতদের বড় বড় মানুষের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যর্থতা আমাকে সাবধান করে।

-উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

- স্থানভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী- তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম এর কাছে বেশ ছড়ানো জায়গায় গোটা পাঁচেক কুয়োতে বেলেপাথরের মধ্যে ১০ থেকে ৮০ মিটার মোটা গ্যাসের ভান্ডার পাওয়া গেল। সাধারণতঃ গ্যাস বা তেলের নীচে জল থাকে। সেটিও না থাকায় পন্ডিতরা বলতে থাকলেন, 'আর কি! পুরো জায়গাটা, কাছের সমুদ্রের নীচেও গ্যাসে ভরা। মাইনিং লীজ নিয়ে নাও।' আমার মত কেউ কেউ আপত্তি করেছিল। পরে ঐ অঞ্চলে (পাশের সমুদ্র জুড়ে) অন্ততঃ গোটা পনেরো কুয়ো খুঁড়ে আর গ্যাস পাওয়া গেল না।

পরের উদাহরণ ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে।

সমুদ্রের মধ্যে প্রায় তিন কিলোমিটার জলের নীচে আরো তিন কিলোমিটার খুঁড়ে কয়েকটা কুয়োতে বেলেপাথরের মধ্যে নীচে জল না থাকা খুব ভালো মানের তেল পাওয়া গেল। ভূতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান বলে, কাছাকাছি যত বেলেপাথর ছ'কিলোমিটার-এর ওপরে থাকবে, তাদের মধ্যে তেল থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী।

সামান্য দূরে নানারকম সার্ভে, বিবেচনা আর মডেলিং করে ওপরের একটি সুন্দর, লোভনীয় বেলেপাথর ড্রিল করে দেখা গেল সেটি জলে ভরা।

- এসব ভুলের কারণ কি?

- প্রথম কারণ, একটা কিছু পেয়ে গেলেই 'ইউরেকা'- "দিন যাবে এবে পান খেয়ে" এমন নিশ্চিন্ত ভাব।

ভালো উদাহরণ- স্টেরয়েড, মানে কৃত্রিম হরমোন। সেটি বানানোর উপায় হলে পর ডাক্তাররাও ভাবতে শুরু করেছিলেন যে সর্বরোগহর দাওয়াই পেয়ে গিয়েছেন। পরে তাদের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠতে দেখে তাঁদের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়। স্টেরয়েড এখনো খুব ভালো ওষুধ, শুধু তার যত্রতত্র প্রয়োগ কমে গিয়েছে। ভূতত্ত্বেও তেল-গ্যাসওয়ালা পাথরের কিছু লক্ষণ দেখে সেগুলিকে ডিরেক্ট হাইড্রোকার্বন ইনডিকেটর নাম দেবার পর নানা ব্যর্থতার ধাক্কায় নামটি ছাড়া আর কিছুই বেঁচে নেই।

দ্বিতীয় কারণ, প্রকৃতিমা'য়ের ক্ষমতাকে সীমায়িত ভাবা। তিনি যখন তখন মানুষকে বোকা বানাতে পারেন, বার বার প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও সেই সত্যটি ভুলে যাওয়া।

তৃতীয় কারণ, অতীতে যা যেভাবে ঘটেছে ভবিষ্যতেও তেমনই ঘটতে থাকবে (ট্রেন্ড লাইন) এমন বিশ্বাস। কোন শিশু প্রাইমারিতে ভালো করলে সে বড় হয়ে পন্ডিত হবেই এরকম ভাবনা।

'অতীতের কৃতিত্ব ভবিষ্যতের গ্যারান্টি নয়' মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিজ্ঞাপনে এরকম লেখা থাকে। দেখেছ?

- তুমি পাগলা করে দেবে নাকি- এখন মিউচ্যুয়াল ফান্ড কোত্থেকে এলো?

- মিউচ্যুয়াল ফান্ডএ টাকা রাখো বা না রাখো, ঐ সাবধানবাণীটি মনে রেখো। ওটি প্রায় সর্বত্র প্রযোজ্য।

- বুঝলাম, কিন্তু যাই বলো, 'ওখানে তেল পাওয়া যাবে।' 'অমুক জায়গায় কারখানা খুললে প্রচুর লাভ হবে।'- এসব না বললে কুয়ো বা কারখানা কিছুই হবে না। এরকম কথাতেই তো সরকার বা ব্যবসায়ীরা টাকা ঢালছে, দেশের প্রগতি হচ্ছে।

- মিথ্যে আশ্বাস না দিয়েও কাজ করা সম্ভব। আমি শুধু বলছি, 'পাওয়া যাবে', 'হবে' ইত্যাদি বলে সস্তা জ্যোতিষীর স্তরে নিজেকে না নামিয়ে 'পাওয়ার বা হবার সম্ভাবনা বেশী/খুব বেশী' বললে সম্মান থাকে, টাকাও পাওয়া যায়- অভিজ্ঞতা এটিও বলে।

-ঠিক আছে, কিন্তু কাজ করলে কিছু ভুল তো হবেই। তাই ভাবছি, এ পর্যন্ত তোমার ভাষায় যে সব 'স্থানভিত্তিক অনিশ্চয়তা'য় যেসব ভুল করার কথা বললে, সেগুলো হওয়ায় আমাদের কী এমন ক্ষতি হয়েছে?

- স্টেরয়েড-এর আদিকালে ডাক্তারদের মনে একটু সংশয় থাকলে হয়তো অনেক প্রাণ বাঁচতো, আর হয়তো রামেশ্বরম অঞ্চলে বা ব্রাজিলে কয়েকশ' কোটি টাকার কুয়ো খুঁড়ে হতাশার মুখোমুখি হতে হত না। টাকাগুলো অন্য কাজে লাগতো।

আর একটু বলি, মানুষের মনও স্থান, কাল, পাত্র'র তফাৎ অনুযায়ী অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। যেমন ধরো, অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এস্থার ডাফলো যেমন লিখেছেন-বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়াতে উৎসাহিত করতে মায়েদের ফ্রী ডাল-এর প্যাকেট দেওয়াতে ভারতের এক জায়গায় ভালো কাজ হল, অন্য জায়গায় ডাল-এর জায়গায় সিম কার্ড দিয়ে উৎসাহ জাগাতে হ'ল।

-এবার একটু কাল ভিত্তিক।

- "পার্থ, নিজের ভালো চাইলে আর শুনো না, ও তোমাকে এমন সন্দেহের নদীতে ভাসিয়ে দেবে যে, রোজকার কাজ করতেও পারবে না।" (অসীমার প্রতিবাদ)

- এত সহজে ছাড়ছি না। বৌদি, এবার একটু কালো চা হবে, প্লীজ? আমি এই সামনের দোকান থেকে সিঙ্গারা নিয়ে আসছি।

চা সিঙ্গারা আসতেই পার্থ কাল ভিত্তিক অনিশ্চয়তার কথা তুললো।

-প্রথমে কাছের কথা বলি?

- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

- কয়েক দশক আগে কম্পিউটার এলে সব কাজ চলে যাবে এই দুশ্চিন্তায় অটোমেশন বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। তার পর কম্পিউটার ই বিশাল কর্মসৃজন করলো।

প্রীতীশ নন্দী লিখেছিলেন তাঁর কলেজবেলায় সকলেই ছিল বামপন্থী। সে কালের আশু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন ও সমাজবাদের উত্থান। সে রকম কিছু হয়েছে কি?

- কেন হয় এরকম?

-প্রথমতঃ আমাদের সব ভবিষ্যদ্বাণী অতীত অভিজ্ঞতানির্ভর। আগে যেরকম ঘটেছিল ভবিষ্যতেও সেরকম ঘটতে থাকবে এই ভাবনাই ভিত্তি।

যেমন ধরো ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

১৭৯৮ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে জনসংখ্যার চাপে মানবসভ্যতার ধ্বংসের কথা লেখেন তিনি।

তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল

১। মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে খাদ্যোৎপাদন তাল রাখতে পারবে না। ফলতঃ, পৃথিবীময় খাদ্যের জন্য যুদ্ধ বা দাঙ্গা হবে।

(আসলে জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী বেড়েছে শস্য উৎপাদন।)

২। যেখানে বেশী শস্য ও সমৃদ্ধি সেখানে মানুষের ভিড় বাড়বে সবচেয়ে বেশী।

(দেখা যাচ্ছে, যেখানে শস্য ও সমৃদ্ধি কম (যেমন আফ্রিকার বেশীর ভাগ দেশ) সেখানেই জন্মহার লাগামছাড়া।)

ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে উল্টে গিয়েছিল, তা দুটো গ্রাফ দেখলে বুঝতে সুবিধে হবে। দেখবে?

-দেখাও।

- খাদ্যোৎপাদন ও জনসংখ্যার তুলনামূলক ভবিষ্যৎ ছিল এ রকম। অনেক বড় মানুষ এরকমই হবে বিশ্বাস করে বিষণ্ন হয়েছেন। এমন কি অনেক দেশের সরকারও এর ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন করেছে।

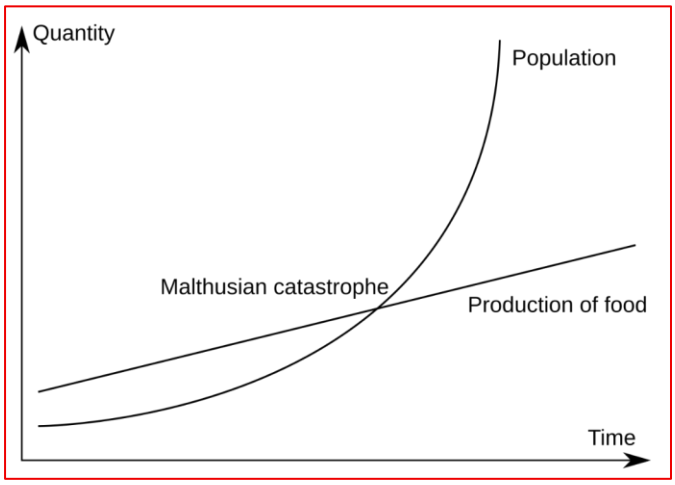

বাঁ দিকের ছবি- যে সঙ্কটে মানবসমাজ তলিয়ে যাবার কথা ছিল (সূত্র- উইকিপিডিয়া)

কিন্তু, বাস্তবে কী ঘটলো? ফসলের উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে অনেক ওপরে গিয়েছে তো বটেই, তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়েছে জমির ফসল দেবার ক্ষমতা। অর্থাৎ জমির যে টুকরোটি ১৯৬১ সালে এক মণ ধান দিত সেটি এখন দিচ্ছে তিন মণেরও বেশী।

ডান দিকের ছবি- মানুষের চেষ্টা ও উদ্ভাবনের ফলে যা ঘটেছে। (সূত্র- আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা)

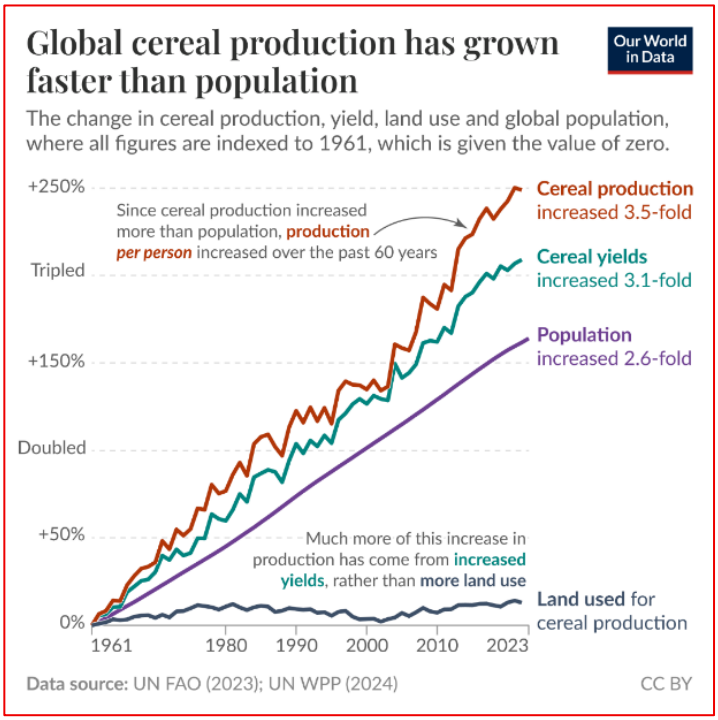

- এরকম ভাবলে তো ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনাই করা যাবে না।

- তা নয়, দেশ, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের একটি ছবি ভেবে এগোতে হয়, প্ল্যান করতে হয়। শুধু সেগুলিকে ধ্রুব সত্য ধরে না নিয়ে ভেবে নিতে হবে বর্তমান থেকে ভাবনা যত দূরে যাবে, ততই কমতে থাকবে তার নির্ভরযোগ্যতা।

আসলে আমরা একটি নিশ্চয়তার মায়াময় কোটর তৈরী করে তার মধ্যে থাকতে ভালবাসি। বুঝি না যে আমাদের আয়ত্বের বাইরে অনেক কিছুই আছে যা ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ধরো, ম্যালথাসের ব্যর্থতার কারণ তাঁর জ্ঞান বা বুদ্ধির অভাব নয়, তিনি শুধু মানুষের ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনের সম্ভাবনাগুলিকে তাঁর গুণতির মধ্যে আনতে পারেন নি। দোষ নেই, কোন মানুষের পক্ষে তা করা অসম্ভব।

আর যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল পরিবেশ বা প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্ক আসলে একে অন্যকে প্রভাবিত করার। দুটি বিপরীত প্রবণতার একটি অন্তহীন চলতে থাকা খেলার মধ্যে আমাদের...প্রকৃতিরও বিচরণ। কোন সময় একজন জিতছে, অন্য সময় আরেক জন। চীনেদের ক্ষেত্রে ইন ও ইয়াং, আমাদের ক্ষেত্রে প্রাণবায়ু ও অপ্রাণবায়ু, ধ্বংস ও সৃষ্টি ইত্যাদি সেই দুটি প্রবণতারই নানা নাম। এই অনিশ্চয়তার খেলা চলে বলেই ছোটবেলার স্কুলে ভাল করতে না পারা ছাত্র আইনস্টাইন হয়। স্কুল পালানো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা কম্পিউটার বানায়। বাস্কেট কেস নাম দেওয়া বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ের হিসেবে পাকিস্তান ও ভারতকে ছাড়িয়ে যায় (আর যখন লোকে তার উত্তরোত্তর উন্নতি নিশ্চিৎ ভাবছে তখনই তলিয়ে যাবার পথ খুঁজে নেয়)।

তবু, ভবিষ্যদ্বাণী করা আর শোনা একটি ব্যাপক নেশা। তাই কাছাকাছি নির্বাচনের ফল আন্দাজ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের ডিগবাজি খেতে দেখেও ২১০০ সালে পৃথিবী ঠিক কত ডিগ্রি গরম হবে, জলস্তর কত সেন্টিমিটার ওপরে উঠবে তা নিয়ে নিশ্চিৎ কথা বলার লোকের অভাব নেই।

-তাহলে তো কোনো প্ল্যানই করা যাবে না।

-প্ল্যান করবে, যেমন অনেক রাত হয়েছে, অসীমাকে খাবার দিতে বলার প্ল্যান আমার। তুমিও খাবার পর কোন রাস্তা ধরে ফিরবে সে প্ল্যানটি করে রাখো। কাছের বলেই এগুলোতে সন্দেহ করার তেমন কোন জায়গা নেই। কিন্তু, পনেরো বছর পরে তোমার মেয়ে আই আই টিতে ঢুকবে সে পরিকল্পনা করে পড়াতে পড়াতে মনে রেখো একই জায়গায় পৌঁছনোর জন্য প্রকৃতি নানা উপায় রেখে দেয়। যাকে ইংরাজীতে বলে নন-ইউনিক সলিউশনস। এই দেখ না, কলেজের এক বন্ধু আর আমার প্রায় একই সাথে একই রকম হাঁপানি ধরা পড়ে। তার পর ছিটকে পড়ে আমরা নানা চেষ্টা করেছি। আমার দাদার এক্সপেরিমেন্টাল বুদ্ধি অনুযায়ী সর্দি লাগা আটকাতে আমি সারা বছর সকালবেলায় ঠান্ডা জলে স্নান করি (ইচ্ছে হলেই আইসক্রিম খাই)। আর বন্ধু তার ডাক্তারের কথা শুনে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে গরম জলে স্নান করে, আইসক্রিম এমন কি ফ্রিজের জল ছোঁয় না। দ্যাখো, একই সমস্যার জন্য দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে গিয়েও দুজনেই প্রায় একই রকম ভাল আছি এখন।

- অনেক হ'ল, আর কিছু বলবে?

- বাজার যাই নি, অসীমার পক্ষে তেমন মহাভোজ কিছু করানো সম্ভব হবে না আজ। ডাল ভাত খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এ দুটো উদ্ধৃতির জাবর কাটলে হয়তো খাওয়াটা খারাপ লাগবে না তোমার।

- অত্যাচার আর বাকি থাকে কেন? বলে ফ্যালো।

- ১৯৪৬ সালে টেলিভিশনের আদি পর্বে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কোম্পানির উঁচুস্তরের অফিসার ড্যারিল জানুক বলেছিলেন, *'প্রতি রাতে একটি প্লাইউডের বাক্স দেখতে দেখতে লোকে খুব তাড়তাড়িই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ছ'মাসের বেশী টেলিভিশন তার বাজার ধরে রাখতে পারবে না।"* [১]

- টেলিভিশন দেখে ক্লান্ত? আমাদের বাড়ির কাহিনী উল্টো। প্রতি সন্ধ্যেয় টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখতে না পেলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে লোকজন। আজ কেউ বাড়িতে নেই, টিভিটি রেস্ট পাচ্ছে, আমার কানও।

-তোমার কান তো একজন কয়েক ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে খাচ্ছে। এখন খেতে এসো। (অসীমা'র আহ্বান)

- দাদা, জাবর কাটার উপকরণ দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি আর বাকি থাকে কেন? বলে ফেলো।

-১৯৭৭ সালে ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা কেন ওলসেন বলেছিলেন, *'কোন মানুষ বাড়িতে কেন কম্পিউটার রাখবে তার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'* [২]

- আর পারছি না। বৌদি, আসছি।

কিছুক্ষণ পরে পার্থ বিদায় নিল আর আমি আধশোয়া হয়ে হোয়াটসঅ্যাপের সামাজিকতায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।।

৩১শে মে, ২০২৬ **-অরিজিৎ চৌধুরী**

*একই নামে সাগরী পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ২০২৬) প্রকাশিত লেখা থেকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত

তথ্যসূত্র

An Essay on the Principle of Population- Thomas Malthus, Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard London, 1798.

উইকিপিডিয়া

ourworldindata.org

https://www.pcworld.com/article/532605/worst_tech_predictions.html

---

মূল উদ্ধৃতি

১। "Television won't be able to hold on to any market it captures after the first six months. People will soon get tired of staring at a plywood box every night." -Darryl Zanuck, executive at 20th Century Fox, 1946

২। "There is no reason anyone would want a computer in their home." -Ken Olsen, founder of Digital Equipment Corporation, 1977